সে তো তেমন গৌরী নয়

নীলাঞ্জন দত্ত

অধুনালুপ্ত 'সানডে' সাপ্তাহিকে প্রায় গোটা নব্বই দশক জুড়ে কর্নাটকের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সহকর্মী ছিল গৌরী। ছাড়ার সময় হাতে লেখা যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল সহকর্মীদের সাহচর্য না ভোলার অঙ্গীকার করে, তার উষ্ণতা এখনও অনুভব করা যায়। ওর খুনের খবরটা পেয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রাক্তন সহকর্মীদের যাকেই ফোন করেছি, তারই গলায় ব্যথার সঙ্গে আতঙ্কের স্বর। গৌরীকে যারা মেরেছে, তারা অবশ্যই আমাদের সবাইকে ভয় পাওয়াতে চায়। কিন্তু ভয়ে চুপ করে থাকলে গৌরীকেই তো ভুলে যেতে হয়। ভয় জিনিসটা কী, সেটাই তো কোনও দিন জানতে চায়নি আমাদের গৌরী।

পি লঙ্কেশের মেয়ে বরাবর চ্যালেঞ্জ নিয়ে বেঁচেছে। ছোট করে ছাঁটা চুল, গুঁজে পরা শার্ট, রাখঢাক না-করা কথাবার্তা–যে কেউ একটু আলাপেই বুঝতে পারত, দৃঢ়তা কতখানি। তার আড়ালে লুকিয়ে ছিল অকৃত্রিম কোমলতা আর অপার স্নেহ। যেটা বুঝেছে উমর খালিদ, জিগ্নেশ মেওয়ানি আর কানহাইয়া কুমার-- যাদের সে নিঃসঙ্গ জীবনের শেষভাগে তার 'তিন ছেলে' বলে কাছে ডেকে নিয়েছিল। সুযোগ পেলেই যাদের সে রান্না করে খাওয়াত, জামাকাপড় কিনে দিত। আর মাঝেমাঝেই ফোন করে খোঁজ নিত, নিরাপদে আছে কি না। এমন ডানপিটে ছেলেদের মা হতেও তো সাহস লাগে!

বাবা মারা যাওয়ার পর 'লঙ্কেশ পত্রিকে'র দায়িত্ব নিয়ে গৌরী আরওই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তার কাগজ কাউকেই ছেড়ে কথা কইত না। আর সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো রুখতে বরাবরই ছিল জান কবুল। গড়ে তুলেছিল 'কর্নাটকা কোমু সৌহার্দ্য ভেদিকে' বা সম্প্রীতি মঞ্চ। গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনে তাকে দেখা যেত সামনের সারিতে। আর তার পত্রিকা দপ্তর ছিল আন্দোলনের কর্মীদের মেলামেশার জায়গা।

গৌরীর রাজনীতি কী ছিল? সাধারণ ভাবে 'বামপন্থী', গৌরীর মতে আম্বেদকরপন্থীও। যদিও কর্নাটকের বিজেপি দাবি করেছে, সে নকশালপন্থী ছিল। ২০১৪ সালে গৌরীকে 'নকশালদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য' সরকারি কমিটিতে রাখা হয়। বিজেপি রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে বলে, তাকে কমিটি থেকে সরানো হোক। কারণ সে নিজেই নকশাল!

গৌরী কি ফেমিনিস্ট ছিল? জানি না। তবে আর এক প্রাক্তন সহকর্মী রীতিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে বলেছে, 'আমার মনে হয় মেয়ে হওয়াটা এই পরিস্থিতিতে বেশ কাজের। কোনও নেতার যদি বাবার ওপর রাগ থাকত, সে বাবার নামে খিস্তি করত। কিন্তু একটা মেয়েকে খিস্তি করলে তারাই সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না!' রীতি প্রশ্ন করেছিল, 'খিস্তি হয়তো করবে না, মারতে তো পারে?' গৌরীর উত্তর, 'শারীরিক আক্রমণকে ভয় পাই না।'

গৌরী বোধহয় ভাবতে পারেনি, ঘাতকেরা কাপুরুষের মতো এসে শরীরে বুলেট ভরে দেবে। ঠিক যে ভাবে তারা গোবিন্দ পানসারে, নরেন্দ্র দাভোলকর আর এমএম কালবুর্গিকে মেরেছে। ভাবলে কি ভয় পেত?

সে তো তেমন গৌরী নয়।

লেখক সাংবাদিক ও গৌরী লঙ্কেশের প্রাক্তন সহকর্মী